বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ১.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে কপ-২৭ এ নতুন বর্ধিত অঙ্গীকার চায় নাগরিক সমাজ।।

আজ সকাল ১১.০০ টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কনফারেন্স হলে সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিআরডি)-সহ ২৫টি বেসরকারি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্ল্যাটফর্ম থেকে এক যৌথ মিডিয়া শেয়ারিং কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। আসন্ন কপ-২৭ কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের ভাবনা এবং প্রস্তাবনা বিবৃত করে রচিত প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করতে এ কর্মসূচীটির আয়োজন করা হয়। উক্ত মিডিয়া শেয়ারিং কর্মসূচীর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন সি.পি.আর.ডি'র নির্বাহী প্রধান জনাব মো: শামসুদ্দোহা, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন মাননীয় সংসদ সদস্য এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাবা শাহীন আনাম, এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাবা ফারাহ কবির, ওয়াটার এইড বাংলাদেশ এর এ্যাডভোকেসি ডিরেক্টর জনাব পার্থ হেফাজ শেখ সহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মর্কতা কর্মচারীবৃন্দ।

মিডিয়া শেয়ারিং কর্মসূচীতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, আমরা সবসময় আক্ষেপ করি বাংলাদেশ সমঝোতা সম্মেলন থেকে কী পেল বা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বিশ্ব কী পেল, কিন্তু আমরা যদি সমঝোতা সম্মেলনকে কেন্দ্র করে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা না করি তাহলে কিছুই আদায় করতে পারবোনা। আজকে সিপিআরডি'সহ নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে উত্থাপিত এই প্রকাশনা এবং বক্তব্যগুলোতে অনেকগুলো বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে যেটা বাংলাদেশের ক্লাইমেট নেগোশিয়েশনে অনেক সহায়তা করবে। তিনি বলেন সমঝোতা সম্মেলনগুলো বর্তমান বাস্তবতা এবং বৈজ্ঞানিক উপাত্তগুলো যা বলছে তা বাস্তবায়ন করতে পারছেনা, এর একটি বড় কারণ জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াতে গণতন্ত্র নেই। একটি বা দুটি দেশ অনেক সময় পুরো প্রক্রিয়াকে থামিয়ে দেয়। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আমাদের অভিযোজনে ঘাটতি রয়েছে, প্রশমনে ঘাটতি রয়েছে, জলবায়ু অর্থায়নে ঘাটতি রয়েছে, কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় ঘাটতি রয়েছে পারস্পরিক বিশ্বাসে। তিনি বলেন "বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে" এই আওয়াজটি বাংলাদেশই সর্ব প্রথম বিশ্ব সম্প্রদায়ের সামনে উত্থাপন করেছে এবং বিশ্বে এর পক্ষে জনমত তৈরি করতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে। তিনি আরও বলেন "ইতমধ্যেই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়েছে এবং এর ফলে কি রকম বির্পযয় বিশ্বে নেমে এসেছে সেটি আমরা দেখছি। জাতিসংঘের মহাসচিব বলেছেন বর্তমান অঙ্গীকারগুলো রক্ষা করা হলেও এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ উষ্ণায়ন ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে যার ফলে কল্পনাতীত বিপর্যয় নেমে আসবে"। তিনি আরও বলেন "অভিযোজনের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু এই অভিযোজনেরও একটা সীমারেখা আছে। আমরা দেখছি এখনই অনেক অভিঘাতের আর অভিযোজন করা যাচ্ছেনা। জলবায়ু পরিবর্তন এবং সাধারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে একটি ওভারল্যাপিং আছে। আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে আলাদা করতে হবে এবং এই সংকট সমাধানে দুটি আলাদা মন্ত্রণালয় করা যেতে পারে"।

মূল বক্তব্য তুলে ধরে জনাব মো: শামছুদ্দোহা বলেন, আগামী ৬ থেকে ১৮ নভেম্বর ২০২২ মিশরের শার্ম আল-শেখ-এ UNFCCC-এর ২৭ তম সমঝোতা সম্মেলন (COP-27) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সমঝোতা সম্মেলনটিকে বাস্তবায়নকারি সম্মেলন (implementation COP) হিসাবে অভিহিত করা হচ্ছে। কিন্তু সমঝোতা সম্মেলন-২৭ উপলক্ষে আমাদের সামনে আসা সুযোগগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে একটি কর্মকৌশল তৈরি করতে হবে। আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারসহ ক্ষতিগ্রস্ত উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য সমঝোতা সম্মেলনের কর্মকৌশলে অন্তর্ভুক্ত করতে প্রস্তাবনা হাজির করার কথা বলেছিলাম। আজকের মিডিয়া শেয়ারিং কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে প্রণিত কর্মকৌশল এবং প্রাসঙ্গিক বক্তব্য আপনাদের সামনে হাজির করেছি। তিনি বলেন, আমরা কপ-২৬ এ চেয়েছিলাম বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে অঙ্গীকার আদায় হবে, কিন্তু আমরা সেটি পাইনি। বৈশ্বিক কার্বন উদগীরণ কমানোর যে সীমা তার চেয়ে এখনো অনেক বেশি উদগীরিত হচ্ছে। বর্তমানের টার্গেটগুলো পূরণ করলেও এই শতাব্দির শেষ নাগাদ ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি বৃদ্ধি পাবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন "এই সমঝোতা সম্মেলনে ১.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বিবেচনায় রেখে নতুন জাতীয় ভাবে নির্ণীত অবদান ঠিক করার কোন বিকল্প নেই এবং নতুন টার্গেটকে প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর হালনাগাদ ও বর্ধিত করতে হবে"। তিনি আরও বলেন, উন্নত বিশ্ব অভিযোজন অর্থায়ন নিয়ে যে টালবাহানা শুরু করেছে তাকে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং পূর্বে প্রতিশ্রুত বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিতরণের ঘাটতি পূরণ করতে হবে, এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী বর্ধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। তিনি দাবি জানিয়ে বলেন বাংলাদেশের পরিকল্পনা এবং দলিল তৈরি করণে বিদেশি কনসালন্টে নির্ভরশীলতা থেকে সরে আসতে হবে এই কনসালটেন্টরা অনেক সময় বাংলাদেশের স্বার্থকে প্রধান বিবেচনায় রাখেন না।

জনাবা ফারাহ কবির বলেন, আমরা ক্লাইমেট ন্যাগোসিয়েশনের শুরু থেকেই নানান তথ্য, যুক্তি এবং বক্তব্য হাজির করেছি কিন্তু উন্নত বিশ্বকে কোন কথা বুঝাতে পারিনি। এ বছর (২০২২) কে বলা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দূর্যোগের বছর, আর এই বর্ধিত দূর্যোগ আসছে মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। আমরা আশ্চর্য হই কেন বিশ্ব নেতৃত্বের টনক এখনো নড়ছেনা। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মানুষ স্থানান্তরিত হচ্ছে ব্যাপক হারে, দেশের মানুষের নিরাপত্তা, অধিকার ব্যাপক ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। আমরা দেখছি বিজ্ঞানিরা বলেছেন ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে উষ্ণায়নকে

সীমিত করা না যায় তাহলে বাচাঁর আর কোন সুযোগ নেই। আমরা অবিলম্বে উদগীরণ হ্রাসে নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং অভিযোজন করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি জানাই। তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, আমরা যদি নিরাপদে না থাকি তাহলে উন্নত বিশ্ব কি নিরাপদ থাকবে?

জনাবা শাহীন আনাম বলেন, আজকে আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আমাদের কথাগুলো প্রকাশনাটিতে বলেছি, এখন আমাদের সরকারের কাছে চাওয়া তারাও যেন যথাযথ ভূমিকা রাখেন। আমরা দেখছি যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন দেশ ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করে, কিন্তু জলাবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে এবং অভিযোজনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষ টাকা পায়না। তিনি বলেন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে বাঁচানোর জন্য এবং কার্বন উদগীরণ কমানোর জন্য কথা বলেই যেতে হবে এবং বিশ্বব্যাপী জনমত বাড়াতে হবে, এর কোন বিকল্প নেই।